দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা ও গবেষণা ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C28

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী শিক্ষা ও উদ্দেশ্য

ইসলামী শিক্ষা কি? এর উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিৎ। এ সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদগণ নানা রকম বক্তব্য রেখেছেন। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক Herman H. Horne অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে একটি অভিমত রেখেছেন। তাঁর মতে ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে "শারীরিক, মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত, মুক্ত সচেতন মানব সত্তাকে খোদার সংগে উন্নতভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া।"

শিক্ষার মাঝে আদর্শের ছাপ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা, আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা মানবজাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আদর্শ এবং জাতির স্বকীয় সংস্কৃতি। এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আদর্শ দ্বারাই যুগে যুগে মানব জীবন ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই যে কাজগুলো করলে ইসলাম ধর্ম ও তার সংস্কৃতি, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শগতভাবে ঐশ্বর্যপূর্ণ হবে, উন্নয়ন ঘটবে, সেটাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন বিশিষ্ট মনীষী বলেছেন, "শিক্ষার সার হতে হবে ধর্মীয়।"

ইসলামী রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবাল এ মত সমর্থন করে বলেছেন "ইসলামই হতে হবে আমাদের জীবন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য যে চির শাশ্বত আদর্শ উপস্থাপন করেছে তা সর্বজন স্বীকৃত। ইসলাম মানবগোষ্ঠীর সার্বিক পরিসরে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তা সমাধানের সুস্পষ্ট পথ রচনা করেছে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি সে শিক্ষা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথ চিনতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে শুধু পৃথিবীকে জানা যায়, এটার মাধ্যমে পরকালকে জানার-বুঝার কোন দিক নির্দেশনা নেই। অথচ পরকালীন জীবনের সফলতাই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় এবং উৎকৃষ্ট সফলতা। ইসলামী শিক্ষাই একমাত্র মানবজাতির উভয় জগতের দিক-দর্শন উপহার দিয়েছে। ইসলামী শিক্ষা ও তার দর্শনের মাধ্যমেই একমাত্র মানব জীবনের সঠিক অর্থ, জীবন ও জগত, তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত এবং ইসলামী নৈতিকতা বুঝা সম্ভব। শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করাই ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের শিক্ষাই সত্যিকারের মানবতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ— এক কথায় মনুষ্যত্ব বলতে যা বুঝায় তাই দান করতে সক্ষম। মহান স্রষ্টা আল্লাহর ঘোষণানুসারে আল-কুরআন একটি বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ। এই বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থে রাসূলের আদর্শানুযায়ীই ইসলামী শিক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে। অতএব, ইসলামী শিক্ষা যে একটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যারা ইসলামী শিক্ষাকে অপূর্ণাঙ্গ বা অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলে আখ্যা দিয়েছেন, বলতে হবে ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাদের এ সীমিত জ্ঞান দ্বারা বৈজ্ঞানিক, যুক্তিভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আল-ইসলাম এবং তার শিক্ষা-দর্শনকে না বুঝারই কথা। কিন্তু যারা ইলসামের সংস্পর্শে এসেছে, কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করেছে তারাই ইসলামিক চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। ইসলামের ইতিহাস খুললেই আমরা ঐ সমস্ত মহা মনীষীদের সন্ধান পাব। ইসলাম যেমন ব্যাপক, তেমনি তার শিক্ষা ব্যবস্থাও ব্যাপক। এজন্য এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সত্যিকারের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সুশাসক, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সেনাপতি তৈরী করতে সক্ষম।

বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্নয় করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার প্রমাণ বর্তমান অশান্ত পৃথিবী। এ সম্পর্কে M. V. C. Jaffreys অভিযোগ করে বলেছেন, "আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে বেশী মারাত্মক দুর্বলতা হচ্ছেছ এর লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থাসমূহ এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বিবেচনা করেছে ব্যক্তিগত গুণাবলী ও সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে"। এ ব্যাপারে স্পার্টান, ফিউডাল, জেসুইট এবং নাৎসী শিক্ষাবিদগণ একমত।

বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এ যুগে আধুনিক শিক্ষাকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় সত্যিকার আদর্শের ছাপ না থাকায় তা মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য নির্ণয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং মানুষ যে সৃষ্টির সেরা জীব, তাকে এ মর্যাদার আসনে সমাসীন রাখতে হলে এবং মানুষের ইহ ও পরকালীন সঠিক পথ চিনতে হলে ইসলামী শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম ফারুকী